بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

আহমদীয়া জামা’তের প্রতি ঐশী সমর্থন ও অনুগ্রহের ঈমান-বর্ধক ঘটনাবলীর স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু’মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১১ আগস্ট, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না’বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্‌দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্‌হুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন :

আল্লাহ্ তা’লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা’তের প্রতি যে কৃপাবারি বর্ষিত হয়ে থাকে সে সম্পর্কিত কিছু ঘটনার উল্লেখ জলসার রিপোর্টে করা হয়ে থাকে, কিন্তু এত সংক্ষিপ্ত সময়ে সবকিছু বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। তাই সেসব ঘটনার মধ্য থেকে আজও আমি কিছু ঘটনা বর্ণনা করব।

কঙ্গো কিনশাসার মিশনারী হামীদ সাহেব লিখেছেন, ‘ভিরা’ শহরে আমাদের যে রেডিও অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় সেটি শুনে স্থানীয় ইমাম ঈসা সাহেব আমাদের মসজিদের ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করে আহমদীয়া জামা’ত সম্পর্কে জানার পর বয়আত গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তার গ্রামে গিয়ে তবলীগ করেন আর তার তবলীগে আরো ২৪জন বয়আত করেন। এরপর আমাদের মোবাল্লেগ সেখানে গিয়ে আরো ৮জনকে বয়আত করান। এভাবে সেখানে নতুন একটি জামা’ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কঙ্গো কিনশাসার আরেকটি গ্রাম ‘মাইন দোম্বে’তে জামা’তের মুয়াল্লিম ওমর মনোয়ার সাহেবকে তবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। তিনি সেখানে লিফলেট বিতরণ করেন। তখন কিছু লোক তার বিরোধীতা করে এবং তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। মুয়াল্লিম সাহেব বৈরী পরিস্থিতি উপেক্ষা করে বাকীদের তবলীগ করেন। সেখানকার লোকজন তার ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দেখে অভিভূত হন। তিনি সেখানকার মসজিদে উপস্থিত হয়ে তাদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন। এরপর সেদিন

৪০-৪২জন লোক তার তবলীগে প্রভাবিত হয়ে বয়আত গ্রহণ করেন এবং সেখানে নতুন একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

গিনি বিসাও এর জনৈক ইমাম তামানে বলেন, আমরা আজ পর্যন্ত একথাই জানতে পেরেছি যে, আপনারা মুহাম্মদ (সা.) এবং কুরআনকে মানেন না। কিন্তু আজ আমি জলসার অনুষ্ঠানে আপনাদের খলীফাকে দেখেছি, তিনি আল্লাহ্ তা'লা, মুহাম্মদ (সা.) এবং কুরআন ও হাদীসের কথাই বলেছেন। এখন আমি বুঝলাম, জামা'তের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা করা হচ্ছে আর সর্বদা সত্য জামা'তের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচারই করা হয়। তাই আজ আমি বয়আত করে জামা'ত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি।

বুরুণ্ডির একটি গ্রামে সুন্নি মসজিদের ইমাম জামা'তের মসজিদ বন্ধ করতে খুব চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হতে পারেনি। এরপর সে আমাদের মুয়াল্লিম সাহেবকে ডেকে পাঠায় এবং তার সাথে বাহাস (ধর্মীয় বিতর্ক) শুরু করে। সেখানে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা হয়। আমাদের মুয়াল্লিম সাহেব যখন ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি প্রমাণ করেন, তখন সে হট্টগোল শুরু করে ও আহমদীদের কাফির আখ্যা দেয়। সেখানকার একজন ভদ্রলোক জামা'তের বক্তব্যকে সমর্থন করলে তাদের পরস্পরের মাঝে ঝগড়াবিবাদ শুরু হয়ে যায়। এরপর সেখানকার প্রশাসন শাস্তিস্বরূপ তিন মাসের জন্য তাদের মসজিদ বন্ধ করে দেয়। এখন পাকিস্তানের তথাকথিত আলেমরা সর্বত্র এই পদ্ধতি অবলম্বন করে আহমদীদের মসজিদ বন্ধ বা মিনার ও মিহরাব ভেঙ্গে ফেলছে। যদিও পাকিস্তানের কোন আইনে লেখা নেই যে আহমদীদের মিনার বানানোর অনুমতি নেই। কিন্তু সরকার এই তথাকথিত মৌলবিদের সামনে নতজানু হতে বাধ্য হয়েছে এবং এই মৌলবিরা সর্বাত্মকভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ্ একদিন তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে।

আমাদের কুরআনের প্রকাশনা পাকিস্তানে নিষিদ্ধ, তাই অনুবাদের প্রশ্নই আসে না। কিছু লোকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে যে আপনি কেন কুরআন শুনছিলেন। এটাই তথাকথিত মুসলমানদের ইসলাম। অন্যদিকে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের পথ খুলে দিচ্ছেন। তানজানিয়ার একজন মোয়াল্লেম সাহেব বলেছেন যে একজন ব্যক্তি ৩০ কিলোমিটার দূর থেকে ফোন করেছিলেন যে তিনি পবিত্র কুরআনের একটি সোয়াহিলি অনুবাদ কিনতে চান। তাকে বলা হয়েছিল যে এটি তার এলাকায় পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে আমি জামা'তের অনুবাদ এবং তাফসীর পছন্দ করি এবং আমি এটাই চাই।

পাশ্চাত্যের যেসব দেশে অর্থাৎ ডেনমার্কও সুইডেনে কুরআন অবমাননা করা হচ্ছে, সেসব স্থানে আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা প্রচারের পর তাদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসছে। আজ, আহমদীয়া জামা'ত পবিত্র কুরআনের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং এর শিক্ষামালা সুন্দরভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

পবিত্র কুরআনের প্রকাশনা এবং ইসলামী শিক্ষার সাহিত্য মানুষের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে সে সম্পর্কে আমি আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করছি। গোলাঘাট বইমেলা উপলক্ষে, যখন একজন মুসলিম অধ্যাপক শাবানা ইয়াসমিন সাহেবা আমাদের স্টলটি দেখেছিলেন, তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন

এবং সাথে সাথে এসে পবিত্র কুরআনের অসমীয়া অনুবাদটি তুলে নিয়েছিলেন এবং তার সহকর্মী অধ্যাপককে বলেছিলেন যে আজ আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। আমি অনেক দিন ধরে পবিত্র কুরআনের একটি অসমীয়া অনুবাদ খুঁজছিলাম। আমার একজন শিক্ষক ছিলেন যিনি বারবার আমার কাছে পবিত্র কুরআনের একটি অসমীয়া অনুবাদ চাইতেন। কিন্তু আমার কাছে পবিত্র কুরআনের অসমীয়া অনুবাদ না থাকায় আমি তাঁকে দিতে পারিনি। এ কারণে আমি মুসলমান হয়ে আফসোস করতাম। আমার শিক্ষকের মৃত্যুর পর আজ আমি এই পবিত্র কুরআন পেলাম।

ধীমাজি বইমেলায় বান্টি দুবারাস নামে এক হিন্দু মহিলা এসেছিলেন। তিনি লর্ড শিবের একটি মন্দির তৈরি এবং এর প্রচার করছেন। আমাদের স্টল দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন যে এই এলাকায় একটি ইসলামিক স্টল আছে অথচ এখানে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম। তিনি আমাদের স্টলে এসে কথা বললেন। খুব খুশি হয়ে ফিরে গেলেন। পরের দিন তিনি আবার ফিরে এলেন এবং স্টলে থাকা সকলের জন্য ফল ইত্যাদি নিয়ে এলেন। পবিত্র কুরআন দেখে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআন কেনার সময় তিনি ব্যক্ত করেন যে, আজ আপনি আমার জীবনের একটি স্বপ্ন পূরণ করেছেন।

পাকিস্তানে আহমদীদের জন্য শেষ শরীয়াহ গ্রন্থ পবিত্র কুরআন পাঠ করা, শোনা, রাখা নিষিদ্ধ এবং একটি মহা অপরাধ। অথচ এটি সেই একই গ্রন্থ যার মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'ত ইসলামের বাণী বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে এবং বিশ্বকে সংস্কার করছে। মাইক্রোনেশিয়ার মোবাল্লেগ শারজিল সাহেব বলেছেন যে কিছুকাল আগে সাইমন গ্যাডন নামে এক ব্যক্তি জামা'তের সাথে যোগাযোগ করে পবিত্র কুরআনের একটি কপি সংগ্রহ করেন। কিছু সময় পার হওয়ার পর হঠাৎ একদিন মেসেজ পাঠান আমি দেখা করতে চাই। মসজিদে এসে তিনি বললেন আমি সারাজীবন গভীর মনোযোগে বাইবেল পড়েছি। কিন্তু চেষ্টা করেও তার শিক্ষা হৃদয়ে বসাতে পারি নি। কোন কিছুই বুঝতে পারতাম না। কিন্তু যখন থেকে আমি পবিত্র কুরআন পড়া শুরু করেছি, তখন থেকে অনুভব করেছি যে এর প্রতিটি শব্দ সরাসরি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করছে। তিনি ভাবলেন এটা কিভাবে হতে পারে যে আমি সারাজীবন ভুল করেছি এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকেছি। এখন তিনি শুধু জামা'তে যোগ দেননি, সাহসের সাথে ইসলাম প্রচারও করছেন।

বুরকিনা ফাসোর মাহদী আবাদের সাঈদ ওজিকা সাহেব বলেন, যখন আমাদের গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিল, তখন আমার এক প্রিয়জন আমাকে সৌদি আরবে ডেকেছিলেন এবং কাবা দেখিয়ে আমাকে ওয়াহাবিয়াত গ্রহণ করতে এবং আহমদীয়াত ত্যাগ করতে বলেছিলেন। আমি বললাম, এই পবিত্র স্থানের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দোয়া করি, আমার জীবনে এমন কোনো সুযোগ যেন না আসে যে আমাকে আহমদীয়াত ত্যাগ করতে হয়। আল্লাহ্ আমাকে তার আগেই ঈমানের অবস্থায় মৃত্যু দান করুন। যখন তার সেই প্রিয়জন বুরকিনা ফাসো সফরে আসেন, তখন আলহাজ্জ ইব্রাহিম সাহেব তাকে তবলীগ করেন এবং তিনি আহমদী হয়ে যান।

নাইজেরিয়ার এক ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। পূর্বে তিনি একজন বিরোধী নেতা ছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তাকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। একদিন তিনি তার জমিতে কাজ করছিলেন, প্রবল ঝড় শুরু হয়। তার বিরোধীদের একথা স্মরণ হয় যে, তুমি একদিন কাজ থেকে ফিরে এসে দেখবে, তোমার বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। এরপর তিনি দোয়া

করেন, হে আল্লাহ্ এটি যদি তোমার প্রতিষ্ঠিত জামা'ত হয় এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.) যদি সত্য মাহদী হন তাহলে আমার বাড়িঘরের সুরক্ষা করো। তিনি বলেন, আমি ফিরে এসে দেখি, আমার বাড়ি একেবারে সুরক্ষিত আছে অথচ আশেপাশের সমস্ত বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, আহমদীয়া জামা'ত সত্য জামা'ত।

সর্বত্র আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ও সমর্থন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আছে, যিনি আমাদেরকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা দিয়েছেন। এসব ঘটনা তাঁর সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আর জামা'তের সদস্যদের ঈমানকে দৃঢ় করছে। আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীবাসীর হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করুন এবং তাদেরকে ঈমান আনয়নের তৌফিক দিন।

এরপর হুযূর (আই.) করোনা ভাইরাসের কথা উল্লেখ করে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান করেন। পরিশেষে হুযূর (আই.) সম্প্রতি মৃত্যুবরণকারী চার মরহুমের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা- মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

*বি. দ্র. - নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলি হল : **১.ফতেহ ইসলাম (ইসলামের বিজয়),** ও **২. নামায মুতারজম (অনুবাদ সহ নামায)**। দ্বিতীয় পুস্তকটি প্রথমবার বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্যদের সাথে যোগাযোগ করুন।- ধন্যবাদ*

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
11 August 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*.........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in